ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৭৩৩

আগরতলা, ১২ নভেম্বর, ২০২৫

আইজিএম হাসপাতালে সুস্থ জীবন পেল ২৬ সপ্তাহের নবজাতক

আইজিএম হাসপাতালে নিওনেটাল ওয়ার্ডের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের দায়বদ্ধ ভূমিকায় জীবন পেল নবজাতক। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ধলাই জেলার শিবানী দেববর্মা ভোর বেলায় বাড়িতে একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। কিন্তু গর্ভকালীন সময়সীমা পূর্ণ হতে তখন অনেক দেরি। মাত্র ২৬ সপ্তাহের ৭৮০ গ্রামের শিশুটিকে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সত্বর তাকে পাঠানো হয় আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে। সেখানে শিশুটিকে ফুসফুসের অপরিপক্কতার জন্য সারফেক্টেন্ট ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় সাথে সাথে রাখা হয় ভেন্টিলেটরে। ইনফেকশন, জন্ডিস, প্রচন্ড রক্তাল্পতার সাথে লড়াই করতে করতে শিশুটি চার সপ্তাহের মাথায় আবার ভেন্টিলেটরে ওঠে। কিন্তু আইজিএম হাসপাতালের নিওনেটাল ওয়ার্ডের দল আশাবাদী ছিলেন। ডাঃ বাসুদেব রায় এবং ডাঃ গোপা চ্যাটার্জির তৎপর তত্বাবধানে, নিওনেটাল ওয়ার্ডের নার্সিং অফিসারদের মাতৃসুলভ যত্নে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ডাঃ কেশব দাসের নিরলস পরিশ্রমে শিশুটি ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যায়। শিশুটির বাবা-মার ধৈর্য্য এবং সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। নিয়মিত ভিটামিন ইঞ্জেকশন, এন্টিবায়োটিকস, ব্লাড ট্রান্সফিযুশন, অক্সিজেন থেরাপির পর গত ১১ নভেম্বর, ২০২৫ শিশুটি ৫৫ দিন বয়সে ১ কেজি ওজন অতিক্রম করে ছুটি পেল। আইজিএম হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ রজত দেববর্মা এই উপলক্ষে নিওনেটাল ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। শিশুটির মানসিক এবং শারীরিক উন্নতির ফলোআপ চালু থাকবে বলে নিওনেটাল বিভাগের নোডাল অফিসার ডাঃ গোপা চ্যাটার্জি জানিয়েছেন। সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ন বিনামূল্যে এত কম ওজন এবং অপরিণত শিশুর সফল চিকিৎসা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক এবং প্রশংসার দাবী রাখে। আইজিএম হাসপাতালের প্রথা অনুযায়ী নবজাতকটিকে একটি ছোট চারাগাছ সহ ছুটি দেওয়া হয়। পরিবার কল্যান ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

****